68

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 18 FEB 1996
পৃষ্ঠা 8 কলাম 7

পরীক্ষার অতিরিক্ত ফি

প্রতিবছরের মত এবারও দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসএসসি পরীক্ষার অতিরিক্ত ফি আদায়ের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। শিক্ষা বোর্ডের নির্ধারিত পরীক্ষার ফি হলো ঃ বিজ্ঞান বিভাগের জন্য ৫৪০ টাকা এবং সমাজবিজ্ঞানের জন্য ৫০০ টাকা। কিন্তু কোন কোন স্কুলে নাকি আড়াই হাজার টাকা পর্যন্ত পরীক্ষার ফি'র নামে আদায় করা হচ্ছে।

রাজধানীর বাইরের সংবাদদাতারা জানান যে, এমন কোন স্কুল খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন, যেখানে শুধু বোর্ডের নির্ধারিত ফি আদায় করা হচ্ছে। নানা অছিলায় ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের জিম্মি করে বাড়তি টাকা পয়সা আদায় করা হচ্ছে। স্কুলের 'উন্নয়ন ফি', আসবাবপত্র 'ফি' থেকে শুরু করে মিলাদ মাহফিলের জন্য চাঁদা আদায়ের খবর পাওয়া গেছে এই উপলক্ষে। বলা বাহুল্য এসবের কোনটির জন্য রসিদ দেয়া হয় না। এসব টাকা কোথায় যায় তার খোঁজ খবরও থাকে না। পরীক্ষার ফি'র সঙ্গে 'কোচিং ফি' এবং নতুন বছরের 'টিউশন ফি'র নামেও টাকা আদায়ের সংবাদ পাওয়া যায়।

পরীক্ষার ফরম পূরণ উপলক্ষে পরীক্ষার ফি ছাড়া অন্য কিছুই আদায় করার কথা নয়। প্রতিবছরই শিক্ষা বোর্ড অতিরিক্ত ফি আদায় না করার জন্য শিক্ষক ও স্কুল কর্তৃপক্ষকে হুঁশিয়ার করে দেন। প্রতিবছরই স্কুলের নামধাম উল্লেখ করে অভিযোগ প্রকাশিত হয়। কিন্তু অতিরিক্ত ফি আদায়ের জন্য কোন স্কুলের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা আমরা শুনি না। দরিদ্র অভিভাবকদের অনেকে গরু-বাছুর বিক্রি করে, এমনকি জমিজমা বন্ধক রেখেও এসব বাড়তি ফি'র টাকা যোগান।

শিক্ষা বোর্ড বলতে পারেন, তাদের অধীনে এতগুলো স্কুলে কোথায় কত ফি আদায় করা হচ্ছে, তার খবর রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অভিভাবকেরাও সন্তানসন্ততির ভবিষ্যৎ চিন্তা করে এ ব্যাপারে সরাসরি অভিযোগ করেন না। বাধ্য হয়েই তারা বাড়তি টাকা গুণে দেন। কিন্তু পত্রপত্রিকায় অভিযোগ প্রকাশিত হলে তা তদন্ত করার একটা দায়িত্ব অবশ্যই বোর্ড কর্তৃপক্ষের আছে। এ দায়িত্ব থেকে তারা অব্যাহতি পেতে পারেন না।

এসএসসি পরীক্ষার অতিরিক্ত ফি আদায়ের ব্যাপারটা এতই ব্যাপক যে, এটা বোধ হয় নিয়মেই পরিণত হয়েছে। অনেক এলাকার অভিভাবকেরা এ ব্যাপারে উচ্চবাচ্য করাও ছেড়ে দিয়েছেন। আর অভিযোগ করে প্রতিকার পাওয়া না গেলে অভিযোগ করাটাও পণ্ডশ্রম হয়ে পড়ে। এভাবেই কি চলবে?